



# কৃষি ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের প্রথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:  
রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং  
(RBM) সিস্টেম পাইলটিং

## Reform Initiative Ownership (RIO) *A Co-creation of 118th Senior Staff Course*



**Bangladesh Public Administration Training Centre**  
*Managing Knowledge for Improved Performance*

সবিনয় নিবেদন

বাংলাদেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীমা। যুগোপযোগী নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সার ও বীজ প্রণোদনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ, ও বাজারসংযোগ বৃদ্ধিতে কৃষি মন্ত্রণালয় অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্যতা হ্রাসসহ টেকসই অগ্রগতির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, কৃষি জমির হ্রাস, কৃষিকাজে তরুণদের অনাগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ ভবিষ্যত খাদ্য নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি সেবার ডিজিটালাইজেশন, অংশগ্রহণমূলক নীতি, কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনভিত্তিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ জরুরি।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

**ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম**

যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :

**সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ**

প্রেক্ষাপট

বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র

বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :

**সংস্কার উদ্যোগসমূহ**

প্র্যাক্টিস রিফর্ম

প্রসেস রিফর্ম

স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :

**একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা**

কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে  
উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

## প্ৰেক্ষাপট (Background)

বাংলাদেশের কৃষিখাত দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জীবিকার অন্যতম মূল ভিত্তি। কৃষির ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল জলবায়ু, নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এলডিসি গ্রেডুয়েশনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ ও ভোক্তা প্রত্যাশার বিবর্তন কৃষি খাতকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে এমন একটি রূপান্তরিত প্রশাসনিক কাঠামো, সহায়ক নীতি, সময়োপযোগী প্রযুক্তি, উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ এবং তথ্যনির্ভর সেবা কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে, যা কেবল উৎপাদন নয় বরং বাজার, পরিবেশ, খাদ্য নিরাপত্তা, রপ্তানি বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত সংস্কার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে—

১. চর্চাগত সংস্কার (Practice Reform)
২. প্রক্রিয়াগত সংস্কার (Process Reform)
৩. কাঠামোগত সংস্কার (Structural Reform)
৪. নীতিগত সংস্কার (Policy Reform)

প্রস্তাবনায় প্রত্যেকটি স্তরে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান কাঠামো, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও পরিমাপযোগ্য ফলাফলকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সংস্কার পরিকল্পনাটি সময়োপযোগী ও বাস্তবতানির্ভর হওয়ায় তা বাস্তবায়ন করা হলে কৃষি মন্ত্রণালয় একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, উদ্বাবনী ও ভবিষ্যতপ্রসারী সংস্থা হিসেবে গড়ে উঠবে যা টেকসই কৃষির ভিত্তি রচনায় সহায়ক হবে।

## কৃষক ও সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ (বাহ্যিক বর্তমান চিত্র):

বাংলাদেশের কৃষকগণ বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, উপকরণ সহায়তা, তথ্য, পরামর্শ, ভর্তুকি ও বিপণনসেবা গ্রহণ করে থাকেন। তবে মাঠপর্যায়ে সেবাগ্রহণে কৃষকদের ভোগান্তি, সময়ক্ষেপণ ও স্বচ্ছতার অভাব বহুদিনের একটি চিহ্নিত সমস্যা। কৃষকগণ সেবা পাওয়ার জন্যে এখনও সরাসরি সরকারি অফিসে উপস্থিত হতে বাধ্য হন, যা সরকারি সেবার নাগাল, গতিশীলতা ও সাড়াদানের দুর্বলতাকে প্রমাণ করে।

কৃষকের কাছে অধিকাংশ কৃষি সেবা এখনও কাগজ-নির্ভর ও সময়সাপেক্ষ। ডিজিটাল পদ্ধতির সীমিত ব্যবহার এবং স্থানীয়ভাবে দক্ষ সহায়ক ব্যবস্থার অভাব কৃষকের অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানি বাড়ায়। নারী, তরুণ, প্রান্তিক কৃষক এবং দুর্গম এলাকার সেবাগ্রহীতাদের বঞ্চনা আরও বেশি।

তাছাড়া বাজার তথ্য, আবহাওয়া পূর্বাভাস ও ফলন পূর্বানুমান তথ্য কৃষকের কাছে যথাসময়ে পৌঁছায় না। কৃষি উপকরণ বা বাজার সংক্রান্ত প্রতারণা প্রতিরোধে সরকারি সহায়তা বা নজরদারির ঘাটতি রয়েছে। কৃষকদের মতামত গ্রহণের কোন প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই, ফলে নীতিমালায় জনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন কম। তাছাড়াও কৃষি উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও অনেক সময় যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

নিরাপদ খাদ্য, স্মার্ট কৃষি, রপ্তানি বৃদ্ধি, জলবায়ু অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলোতে কৃষকের চাহিদা বাড়লেও সরকারিভাবে তা মেটানোর উৎসাহ এখনও সুসংগঠিত নয়, ফলে অনেকেই বেসরকারি উৎস বা মধ্যস্থত্বভোগীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

এই বাস্তবতায়ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতিগত, কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে একটি স্মার্ট, কৃষক-কেন্দ্রিক ও দক্ষ কৃষি সেবা কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

## কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ (SWOT Analysis)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের শক্তি, সুযোগ, দুর্বলতা ও হুমকি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের Strengths (শক্তি), Weaknesses (দুর্বলতা), Opportunities (সুযোগ) ও Threats (হুমকি) উল্লেখ করা হলো—

### Strength (শক্তি):

বাংলাদেশের উর্বর মাটি, অনুকূল জলবায়ু ও মিঠা পানির প্রাপ্যতা শস্য উৎপাদনের জন্যে উৎকৃষ্ট। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতি ও বিধিমালা। বাংলাদেশ সরকার কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণাকে উৎসাহিত করে থাকে এবং দক্ষ গবেষকবৃন্দের ঐকান্তিক সাধনায় উদ্ভাবিত হয়েছে উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু ফসলের অনেক জাত ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। এই উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি কৃষি উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত যোগান নিশ্চিত করেছে। তাছাড়া নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে বিস্তৃত করার জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রয়েছে দেশব্যাপী বিস্তৃত সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক।

কৃষিকে টেকসই ও আকর্ষণীয় করতে সরকার প্রণোদনা, ভর্তুকি ও অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারী, এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগীগণ প্রথাগত কৃষিকে লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি সেক্টরের এই সকল সম্মিলিত উদ্যোগ বাজার সংযোগকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদনশীলতা, কৃষক-কল্যাণ ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

### Weakness (দুর্বলতা):

সরকারের সম্পদ ও কৃষকের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকায় কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে ধীরগতি রয়েছে। তাছাড়া সকল কৃষকের জন্যে এখনও মানসম্পন্ন বীজ, সার, কীটনাশক ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্য করা যায়নি। স্বল্পমূল্যে টেকসই যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সরবরাহে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ এখনও সীমিত। দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণের অভাবে গবেষণাগার থেকে নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠে সম্প্রসারণের সেতুবন্ধন দুর্বল। তাছাড়াও দফতরগুলোর দায়িত্ব-সীমার অস্পষ্টতা, প্রশাসনিক জটিলতা ও দফতরগুলোর সমন্বয়হীনতা দ্রুততর কৃষি সেবা প্রদানকে ব্যাহত করেছে। ফলে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার কৃষকের ব্যয় বৃদ্ধিসহ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশের ঝুঁকি তৈরি করেছে। ফলস উৎপাদনে অনেক সময় পুঁজি প্রয়োজন হয়, কিন্তু নীতি বাস্তবায়ন দুর্বলতার কারণে কৃষকের জন্যে কৃষি ঋণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

কৃষকের সমন্বিত ডেটাবেইজ না থাকায় ভর্তুকি প্রদান ও প্রণোদনা বিতরণ লক্ষ্যভিত্তিক করা যাচ্ছে না এবং ইনপুট পরিকল্পনায় দুর্বল থেকে যাচ্ছে। রিয়েল-টাইম কৃষি তথ্য ও পরিসংখ্যান না থাকায় উৎপাদন পূর্বাভাস ও বাজার সরবরাহে অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড স্টোরেজ ও কোল্ড চেইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে একদিকে যেমন উৎপাদিত শাক-সবজী ও ফল-মূলের একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অপর দিকে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে কৃষকও বঞ্চিত হচ্ছে।

## Opportunity (সুযোগ):

ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি অনুশীলন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও উত্তম কৃষি চর্চা প্রসারের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমাণ সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত নিরাপদ ও ট্রেসেবল কৃষি পণ্যের জন্যে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ও রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে, একইসাথে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু পণ্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কৃষি কর্মীদের জন্য বিদেশে শ্রমবাজারের দ্বার সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

স্মার্ট কৃষি, প্রিসিশন ফার্মিং ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর প্রযুক্তি কৃষিতে উদ্ভাবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই কারণে কৃষিতে অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও PPP মডেলে গবেষণা, যান্ত্রিকীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কোল্ড চেইন অবকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমিয়েও কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভব রয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু সহনশীল কৃষি, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ও তথ্য অবকাঠামো জোরদারে FAO, IRRI, IFAD, World Bank, ADB, JICA মতো উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

## Threat (হুমকি):

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি দিন দিন পাচ্ছে, যা ফসল উৎপাদনকে ভবিষ্যতে আরও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করবে। নদী ভাঙন, লবণাক্ততা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের মতো দীর্ঘমেয়াদি ইকোলজিক্যাল চাপ কৃষি-অর্থনীতিতে স্থায়ী ক্ষতি তৈরি করতে পারে। তাছাড়া নগরায়ন ও শিল্পায়নে ফলে কৃষিজমির পরিমাণ সংকুচিত ও খণ্ডায়িত হচ্ছে। জমির খণ্ডায়ন কৃষিতে সাশ্রয়ীভাবে যান্ত্রিকীকরণের ব্যবহারের সুবিধা আরও হ্রাস করবে। তাছাড়াও বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সময়মত সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহকে ভবিষ্যতে আরও চ্যালেঞ্জ ফলতে পারে। এসব দুর্বলতা ও হুমকি মোকবিলা করতে এবং শক্তি ও সুযোগকে কাজে লাগাতে কৃষি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার জরুরি। নিম্নে কৃষি ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলো।

# ১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

## ১.১ ভূমি ও কৃষক প্রোফাইলিং

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে কৃষকের সুনির্দিষ্ট তথ্য ও তাদের জমির বিবরণ এখনো ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত নয়। ফলে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদা ও উৎপাদন সক্ষমতা নির্ধারণ করা কঠিন হয়। কৃষি প্রণোদনা, প্রযুক্তি বা ঋণ বিতরণে অসমতা দেখা দেয় এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল ও জমির ব্যবহারভিত্তিক তথ্যভান্ডার প্রণীত হলে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

### উদ্দেশ্য:

প্রতিটি কৃষকের জন্য নির্ভরযোগ্য, হালনাগাদ ও তথ্যনির্ভর ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করে সুনির্দিষ্ট সেবা নিশ্চিত করা।

### ফলাফল:

ডিজিটাল ডেটার ভিত্তিতে কৃষকের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা, ঋণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

আইনগত কাঠামো প্রণয়ন এবং নির্বাচিত উপজেলায় কৃষকের তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণের মাধ্যমে পাইলটিং।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

ভূমি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

০৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) আইনগত কাঠামো তৈরি; পরবর্তী ১২ মাস নির্বাচিত উপজেলায় পর্যায়ে পাইলটিং বাস্তবায়ন, পাইলটিং শেষে ২৪-৪৮ মাসে সারা দেশে বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরিকৃত কৃষকের সংখ্যা, তথ্য হালনাগাদের হার, নির্ভুলতা ও কৃষকের প্রতিক্রিয়া।

## ১.২ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক কৃষক ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্ম

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি সেবাগ্রহীতাদের মতামত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সেই অনুযায়ী নীতিমালা হালনাগাদ বা সেবা দান প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য বর্তমানে নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক ব্যবস্থা নেই। ফলস্বরূপ, সরকার কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপে কৃষকের বাস্তব সমস্যা, প্রয়োজন ও সন্তুষ্টির মাত্রা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। এই প্রেক্ষাপটে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক একটি ফিডব্যাক সিস্টেম গড়ে তুললে কৃষকদের অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি উপাত্ত নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে।

### উদ্দেশ্য:

AI ব্যবহার করে কৃষকের মতামত বিশ্লেষণ ও তা নীতিনির্ধারণে প্রতিফলনের ব্যবস্থা চালু।

### ফলাফল:

নীতিনির্ধারণ ও সেবার ক্ষেত্রসমূহে কৃষকের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা প্রতিফলিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত ১টি জেলায় কৃষকের ফিডব্যাক সংগ্রহে AI ভিত্তিক মোবাইল প্ল্যাটফর্ম চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্রযুক্তি অংশীদার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো চূড়ান্তকরণ, পরবর্তী ১২ মাসে পাইলটিং।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

প্রাপ্ত মতামতের সংখ্যা, বিশ্লেষণ সময়কাল, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার।

## ১.৩ কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্টআপ

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের সুযোগ থাকলেও কৃষি-প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সহায়তা কাঠামো এখনো সীমিত। নতুন প্রজন্মের তরুণ উদ্যোক্তাদের কৃষি সমস্যার সমাধান নিয়ে আসার আগ্রহ থাকলেও উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ও প্রারম্ভিক সহায়তার অভাবে তাদের উদ্যোগ টেকসই হয় না। সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় একটি সমন্বিত Agri-Tech Startup Incubation Programme গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি বিকাশ এবং কৃষিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

তরুণ উদ্যোক্তাদের কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপ গঠনে সহায়তা, ইনকিউবেশন ও প্রারম্ভিক তহবিল প্রদান।

### ফলাফল:

কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গতি আসবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ও কৃষি উদ্যোক্তা গড়ে উঠবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে ২টি স্টার্টআপ ইনকিউবেশন ক্যাম্প চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

আইসিটি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, এটুআই, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি ইনকিউবেটর।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাসে (জুন ২০২৬) নীতি ও কাঠামো প্রণয়ন; ১২-২৪ মাসে পাইলট ইনকিউবেশন বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ইনকিউবেটেড স্টার্টআপ সংখ্যা, প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা।

## ১.৪ রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM)

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনেক সময় যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। মূল্যায়ন কাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রকৃত উপকারভোগীর ওপর প্রকল্পের প্রভাব বা কার্যকারিতা নির্ণয় করা কঠিন হয়। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্পভিত্তিক ড্যাশবোর্ড তৈরি করে সময়মত অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, উপকারভোগী ট্র্যাকিং, প্রভাব মূল্যায়ন ও সমস্যা শনাক্ত করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

প্রকল্পসমূহের ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি পরিমাপ ও বাস্তবায়নকে তথ্যনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক করা।

### ফলাফল:

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আসবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে এবং উপকারভোগীদের বাস্তব অগ্রগতি প্রতিফলিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত একটি প্রকল্পের জন্যে ড্যাশবোর্ড চালু, RBM প্রশিক্ষণ ও মাসিক বিশ্লেষণ চালু করা।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৩ মাসে পাইলটিং সম্পন্ন ও মূল্যায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

RBM চালুকৃত ড্যাশবোর্ড।

## ১.৫ কৃষি ক্লিনিক ও মোবাইল হেল্পলাইন

### প্রেক্ষাপট:

দেশের অধিকাংশ কৃষক রোগ-পোকার আক্রমণ, আবহাওয়াজনিত সমস্যাসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পরামর্শ থেকে বঞ্চিত থাকেন। প্রযুক্তি বা বিশেষজ্ঞের অভাবে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারায় ফলন কমে যায় বা পুরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি কৃষি ক্লিনিক ও মোবাইল হেল্পলাইন চালু থাকলে কৃষকগণ দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বিশেষজ্ঞ মতামত সহজেই পেতে পারেন। এতে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

### উদ্দেশ্য:

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকদের তাৎক্ষণিক কৃষি পরামর্শ ও সমস্যার সমাধান প্রদান।

### ফলাফল:

কৃষকের ক্ষয়ক্ষতি কমেবে, ফসলের গুণগত মান বাড়বে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত ৫টি উপজেলায় কৃষি ক্লিনিক স্থাপন, হেল্পলাইন চালু ও সমস্যাভিত্তিক পরামর্শ প্রদান।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, স্থানীয় কৃষি অফিসসমূহ, প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাস (জুন ২০২৬) মেয়াদি পাইলট বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

হেল্পলাইনে প্রাপ্ত কল সংখ্যা, সমস্যার সমাধান হার, কৃষকের সন্তুষ্টি ও উৎপাদন ক্ষয় হ্রাস।

## ১.৬ KPI ভিত্তিক দপ্তরের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ও এর বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা কৃষি উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব পালন করলেও তাদের কর্মদক্ষতা, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং জনসেবার মান পরিমাপের কোনও স্ট্যান্ডার্ড কাঠামো নেই। এতে অনেক সময় কাজের অগ্রগতি ও প্রভাব (impact) সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। সরকারের পারফরম্যান্স ভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরের জন্য উপযুক্ত Key Performance Indicator (KPI) নির্ধারণ ও তা নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

### উদ্দেশ্য:

দপ্তরভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো চালুকরণ।

### ফলাফল:

দপ্তরের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, সেবার মান উন্নত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

১টি দপ্তর/ সংস্থার জন্য KPI নির্ধারণ ও অনলাইন ট্র্যাকিং পাইলট বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

আইটি শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ ও এটুআই।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) কাঠামো প্রণয়ন; পরবর্তী ১২ মাসে পাইলট বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

দপ্তরভিত্তিক কর্মসম্পাদন স্কোর, অগ্রগতি প্রতিবেদন, ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন।

## ১.৭ সমন্বিত উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনা

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। কৃষকরা কখন কী ফসল উৎপাদন করবেন, তা নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন এবং উৎপাদনের পর বাজারে ন্যায্য মূল্য পান না। এর ফলে খাদ্য সরবরাহে অস্থিরতা, অপচয় ও কৃষকের ক্ষতি হয়। রিয়েল-টাইম তথ্য বিশ্লেষণ, উৎপাদন পরিকল্পনা, উপকরণ সরবরাহ, সংগ্রহ ও বিপণন ব্যবস্থাকে একীভূত করলে এই সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন।

### ফলাফল:

উৎপাদনের পরিকল্পনা উন্নত হবে, খাদ্য সরবরাহ স্থিতিশীল থাকবে এবং কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত এলাকায় কৃষকের উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বাজার সংযোগ কার্যক্রম চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, বেসরকারি অংশীদার, প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (আগস্ট ২০২৬) সমন্বিত উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন; পরবর্তীতে ১২-২৪ মাসে পাইলটিং।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

তথ্য বিশ্লেষণ ভিত্তিক উৎপাদন হার, কৃষকের আয়, বাজারে কৃষিপণ্যের স্থিতিশীলতা।

## ১.৮ কৃষক-প্রযুক্তি সংযোগ ও সম্প্রসারণ

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি খাত প্রযুক্তিগত দিক থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে। অধিকাংশ কৃষকই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন নন। ফলে উৎপাদন খরচ বেশি এবং লাভ কম হয়। ড্রোন, সেন্সর, মোবাইল অ্যাপ ও IoT ব্যবহারে চাষাবাদে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যা ফসল উৎপাদন বাড়ায় ও খরচ কমায়। কৃষিকে টেকসই ও লাভজনক করতে প্রযুক্তি সহজলভ্য ও ব্যবহারযোগ্য করা এখন সময়ের দাবি।

### উদ্দেশ্য:

প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকের সক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল:

প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদের ফলে ২০-৩০% উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কৃষকের খরচ হ্রাস পাবে এবং কৃষি হতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত উপজেলায় প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি অ্যাপ ব্যবহার, ড্রোন-চালিত ফসল পর্যবেক্ষণ এবং কৃষকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সার সরবরাহ ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রযুক্তি উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাস (আগস্ট ২০২৬) মেয়াদি পাইলট; সফলতা সাপেক্ষে পরবর্তী ১২-৩৬ মাসে অন্যান্য জেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

প্রযুক্তি গ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা, প্রশিক্ষণের হার, ফলন বৃদ্ধি, কৃষকের সন্তুষ্টি ও উৎপাদন খরচে পরিবর্তন।

# ২. প্রসেস রিফর্ম

## ২.১ ই-ইন্সপেকশন বাস্তবায়ন

### প্রেক্ষাপট:

মাঠ পর্যায়ে কৃষি সেবা, উপকরণ বিতরণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে তদারকির মান, স্বচ্ছতা ও সময়মতো প্রতিবেদন নিশ্চিত করতে এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে পরিদর্শন প্রতিবেদন সময়মতো পাওয়া যায় না এবং সেগুলোর গুণগত মান যাচাই কঠিন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত ই-ইন্সপেকশন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে দপ্তরের নজরদারি সক্ষমতা বাড়ানো যাবে।

### উদ্দেশ্য:

পরিদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

### ফলাফল:

পরিদর্শন কার্যক্রমের গুণগত মান ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় ই-ইন্সপেকশন পাইলট চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাসে (জুন ২০২৬) ই-ইন্সপেকশন ডিজাইন ও প্রস্তুতি; পরবর্তী ১২ মাসে পাইলট বাস্তবায়ন এবং সফল পাইলটের পর পর্যায়ক্রমে ২৪-৩৬ মাসে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ইনস্পেকশন সংখ্যা, প্রতিবেদন প্রাপ্তির গড় সময়, অডিট আপত্তি হ্রাস।

## ২.২ ই-ভাউচার ব্যবস্থাপনা

### প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে কৃষি প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদানে কাগজপত্রের ওপর নির্ভরতা, দপ্তরভিত্তিক যাচাই ও অনিয়মের সুযোগ বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায় কৃষকের সঠিক চাহিদা ও সময়মতো উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা কঠিন হয়। ই-ভাউচার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র বা মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উপকরণ গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াবে, দুর্নীতি ও অপচয় কমাতে এবং কৃষকের কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

ডিজিটাল ই-ভাউচার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি প্রণোদনা ও ভর্তুকির স্বচ্ছ, দ্রুত ও লক্ষ্যভিত্তিক বিতরণ।

### ফলাফল:

কৃষকের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী সেবা পাওয়া নিশ্চিত হবে, অনিয়ম কমাতে এবং সরকারি অর্থের সদ্যবহার হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত দুইটি জেলার দুইটি উপজেলায় ডিজিটাল ই-ভাউচার চালু, কৃষকের তথ্য সংযুক্তি এবং বিক্রয় পয়েন্টে যাচাইকরণ ব্যবস্থা।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং অংশীদার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) মেয়াদি পাইলট শেষে ১২-২৪ মাসে সারাদেশে সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ই-ভাউচার বিতরণ সংখ্যা, কৃষকের গ্রহণ হার, অনিয়মের অভিযোগ ও সেবা প্রদানের সময়।

## ২.৩ ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল কৃষি পোর্টাল

### প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে কৃষকদের জন্য প্রণোদনা, কৃষিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, অভিযোগ দাখিল ও বিভিন্ন কৃষি সেবার জন্য একাধিক প্ল্যাটফর্ম বা দপ্তরে যেতে হয়। এতে সময়, খরচ ও হয়রানি বাড়ে এবং অনেক কৃষক সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত থাকেন। একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কৃষি পোর্টাল চালু হলে কৃষক এক প্ল্যাটফর্ম থেকেই সকল সেবা সম্পর্কে তথ্য জানতে ও আবেদন করতে পারবেন। এটি স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

### উদ্দেশ্য:

একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মে কৃষি সেবা, প্রণোদনা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সহজ ডিজিটাল ব্যবস্থা তৈরি।

### ফলাফল:

কৃষকের সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে, সেবা গ্রহণ সহজ হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

একটি জেলার সকল কৃষি সেবা একত্রিত করে ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল কৃষি পোর্টাল চালু ও কৃষকের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং অংশীদার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাসের (জুন ২০২৬) মধ্যে পাইলট; সফল হলে পরবর্তী ১২ মাসে বিভাগীয় পর্যায়ে ও ২৪ মাসে সারা দেশে সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

অনলাইন আবেদন সংখ্যা, সেবা প্রদানের গড় সময়, কৃষকের প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ নিষ্পত্তির হার।

## ২.৪ পাঠ্যক্রম যুগোপযোগীকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ডিজিটলাইজেশন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় তা অনেকাংশেই সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদা ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা এখনও প্রযুক্তি নির্ভর নয় যা প্রশিক্ষার্থীকে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়নভিত্তিক কার্যকর প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা আরও কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

### উদ্দেশ্য:

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় রেখে পাঠ্যক্রম হালনাগাদ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ডিজিটলাইজ ও কার্যকর প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

### ফলাফল:

দক্ষ কৃষি জনশক্তি তৈরি হবে, বিদেশি চাকরির সুযোগ বাড়বে এবং প্রশিক্ষণ ব্যয় কমবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

পাঠ্যসূচি ও প্রশিক্ষণ আধুনিকায়ন এবং নির্বাচিত একটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (আগস্ট ২০২৬) প্রশিক্ষণ মডিউল আধুনিকায়ন, পরবর্তী ২৪ মাসে পাইলট কার্যক্রম এবং সফল হলে পরবর্তী ০৫ বছরে সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

হালনাগাদকৃত কোর্স সংখ্যা, প্রশিক্ষণ শেষে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের হার।

## ২.৫ সাপ্লাই চেইন মনিটরিং

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে কৃষিপণ্য উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে তথ্যের ঘাটতি ও অদক্ষ সমন্বয়ের কারণে সাপ্লাই চেইনে অকার্যকরতা দেখা যায়। ফলে অনেক সময় চাহিদার চেয়ে বেশি বা কম উৎপাদন হয়, দাম উঠা-নামা করে এবং পণ্য নষ্ট হয়। উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের প্রতিটি ধাপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুললে অপচয় হ্রাস, বাজার স্থিতিশীলতা এবং কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

তথ্যভিত্তিক সাপ্লাই চেইন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল:

কৃষিপণ্যের অপচয় হ্রাস, চাহিদানুসারে উৎপাদন এবং মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত একটি কৃষিপণ্যভিত্তিক সাপ্লাই চেইন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশ।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাস (আগস্ট ২০২৬) পাইলট শেষে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরবর্তী ০২ বছরের মধ্যে অন্যান্য পণ্যে সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

তথ্য সংগ্রহ হার, অপচয় হ্রাসের হার, উৎপাদন-বাজার সমন্বয়ের মান ও কৃষকের মূল্যপ্রাপ্তি।

## ২.৬ ই-ফাইলিং ও অনুমোদন ট্র্যাকিং

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি সেবাসমূহের আবেদন, অনুমোদন ও বিতরণ প্রক্রিয়া এখনও বহু ক্ষেত্রে কাগজনির্ভর ও ম্যানুয়াল, যার ফলে সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব, ভুল এবং স্বচ্ছতার অভাব দেখা দেয়। আবেদনকারী তার আবেদনের অগ্রগতি জানার সুযোগ পান না এবং দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি থাকে। ই-ফাইলিং ও অনুমোদন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু হলে দপ্তরসমূহে সমন্বয় বাড়বে, তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে এবং নাগরিকরা নিজেসই আবেদনের অগ্রগতি দেখতে পারবেন।

### উদ্দেশ্য:

সার্বজনীন ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সেবার আবেদন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করা।

### ফলাফল:

নাগরিক সেবা দ্রুত হবে, জবাবদিহিতা বাড়বে ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত একটি দপ্তরে ই-ফাইলিং সফটওয়্যার চালু করে ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ ও ট্রায়াল পরিচালনা।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এটুআই, প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাসে (জুন ২০২৬) পাইলট কার্যক্রম; ১২-২৪ মাসে অন্যান্য দফতর/সংস্থায় সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ডিজিটাল আবেদন ও ফাইল ট্র্যাকিং সংখ্যা, গড় প্রক্রিয়াকরণ সময় ও নাগরিক সন্তুষ্টি সূচক।

## ২.৭ সার ও বীজ ডিলার নিয়োগ ও লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ

### প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে সার ও বীজ ডিলার নিয়োগ ও লাইসেন্স নবায়নে জটিল, কাগজনির্ভর ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। আবেদনকারীদের একাধিক দপ্তরে যেতে হয় এবং প্রক্রিয়াটি অনেক সময় হয়রানিমূলক হয়ে ওঠে। এছাড়া আবেদন যাচাই ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার সীমিত হওয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতার অভাব দেখা যায়। ডাটা ইন্টিগ্রেশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালুর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুত ও জবাবদিহিমূলক করা সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

ডিলার নিয়োগ ও লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় ও স্বচ্ছ করে আবেদনকারীর হয়রানি কমানো।

### ফলাফল:

প্রক্রিয়া দ্রুত হবে, দুর্নীতি কমেবে, সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি বাড়বে এবং সরকারি তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত একটি জেলায় ওয়ান-স্টপ অনলাইন আবেদন প্ল্যাটফর্ম চালু ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্য সংযুক্তি।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

বিএডিসি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, এটুআই, প্রযুক্তি সরবারহকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) মেয়াদি পাইলট সফল হলে ১ বছরের মধ্যে সকল জেলায় সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ডিজিটাল আবেদন সংখ্যা, প্রক্রিয়াকরণ সময়, অনুমোদনের হার ও অভিযোগ হ্রাসের পরিমাণ।

## ২.৮ স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট পরিষেবা

### প্রেক্ষাপট:

কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি (SPS) সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। বর্তমানে এই সার্টিফিকেট পেতে ব্যবসায়ীদের TCV বেশি লাগে। এতে রপ্তানির গতি হ্রাস পায় এবং পণ্যের গুণগতমান হ্রাসেরও সংশয় তৈরি হয়। একটি সিঙ্গেল-উইন্ডো ডিজিটাল সার্টিফিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী করা সম্ভব।

### উদ্দেশ্য:

আমদানি-রপ্তানি ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে দ্রুত SPS সার্টিফিকেট প্রদান নিশ্চিত করা।

### ফলাফল:

আমদানি-রপ্তানি সময় কমেবে, কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং গুণগতমানে আস্থা বাড়বে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত একটি বন্দরে স্বয়ংক্রিয় SPS সার্টিফিকেশন চালু ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সম্প্রসারণ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ, ব্যাংকিং অংশীদার, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, আমদানি-রপ্তানিকারক।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (জুন ২০২৫) পাইলট শেষ করে ১২-২৪ মাসে জাতীয়ভাবে সম্প্রসারণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

SPS সার্টিফিকেট ইস্যুর সময়, অনলাইন আবেদন সংখ্যা, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি।

# ৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

## ৩.১ কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট (APSU) শক্তিশালীকরণ

### প্রেক্ষাপট:

বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রাপ্তি, তা বিশ্লেষণ ও গবেষণা কাঠামোর অভাব সঠিক নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। ফলে অনেক সময় বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে, কৃষি নীতি সহায়তা ইউনিট (Agriculture Policy Support Unit – APSU) শক্তিশালীকরণ জরুরি, যার তথ্য বিশ্লেষণ, নীতি পর্যালোচনা ও পরামর্শ কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

### উদ্দেশ্য:

তথ্যভিত্তিক গবেষণা ও সঠিক নীতিনির্ধারণে পরামর্শ সহায়তা করা।

### ফলাফল:

গবেষণাভিত্তিক কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

APSU তে দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং কমপক্ষে ১টি নীতি বিশ্লেষণ ও পরামর্শ প্রস্তুত।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, উন্নয়ন সহযোগী ও স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

০৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) APSU তে দক্ষ জনবল নিয়োগ; পরবর্তী ১২ মাসে পাইলট গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

নিয়োগপ্রাপ্ত গবেষক সংখ্যা, গবেষণা প্রতিবেদন।

## ৩.২ কৃষি-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেল গঠন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষকরা প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, রোগ-বালাই এবং বাজারমূল্যের অস্থিরতার কারণে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। বর্তমানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সীমিত আকারে চালু থাকলেও তা কাঙ্ক্ষিত পরিসরে সম্প্রসারিত হয়নি এবং ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ঝুঁকি শনাক্তকরণ, পূর্বাভাস ও ক্ষতি নিরূপণে একটি স্বতন্ত্র ও দক্ষ ইউনিটের অভাব রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে একটি “কৃষি-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেল” গঠন করা হলে তা ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষতিপূরণ কাঠামো বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

### উদ্দেশ্য:

কৃষিতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ, হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষায়িত সেল গঠন।

### ফলাফল:

কৃষকের ক্ষতির পরিমাণ কমবে, আয় স্থিতিশীল হবে ও ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া সময় কমবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষি-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেল গঠন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সেল গঠন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ক্ষতি নিরূপণের সময়, উপকরণ সহায়তা প্রাপ্তির সময়, কৃষি ঋণ প্রাপ্তির সময়।

## ৩.৩ নির্বাচিত সেবা সরবরাহে Managed Service চালুকরণ

### প্রেক্ষাপট:

সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের জন্য সময়মত ও মানসম্মত কৃষি সেবা পৌঁছানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, জনবল ঘাটতি, জবাবদিহিতার ঘাটতি ও লজিস্টিক দুর্বলতার কারণে কৃষি সেবায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। উন্নত দেশসমূহে Managed Service মডেলের মাধ্যমে নির্ধারিত সেবাসমূহ নির্ভরযোগ্য ও সময়মত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশের কৃষি খাতে এমন মডেল চালুর মাধ্যমে নির্ধারিত কিছু কৃষি সেবা যেমন কৃষিযন্ত্র ভাড়া, মাটির পরীক্ষা, টেলি-এগ্রি অ্যাডভাইসরি সার্ভিস ইত্যাদি বেসরকারি খাত বা সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক পরিচালনা করা যেতে পারে। এতে সেবার মান ও গতিশীলতা বাড়বে।

### উদ্দেশ্য:

নির্বাচিত কৃষি সেবা নির্ধারিত মান ও সময় অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রদান।

### ফলাফল:

সেবার মান, সময়ানুবর্তিতা ও কৃষকের সন্তুষ্টি বাড়বে এবং সরকারি ব্যয় দক্ষতা অর্জিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষিতে Managed Service প্রদানের নীতি কাঠামো প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দফতার ও সংস্থাসমূহ এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (আগস্ট ২০২৬) Managed Service নীতি কাঠামো প্রণয়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

Managed Service নীতি কাঠামো।

## ৩.৪ বিকেন্দ্রীভূত কৃষি-সেবা সমন্বয় হাব গঠন

### প্রেক্ষাপট:

কৃষক পর্যায়ে কৃষি সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, জটিলতা ও একাধিক জায়গায় যেতে হয়। সার, বীজ, প্রশিক্ষণ, ভর্তুকি, প্রযুক্তি পরামর্শ ইত্যাদি আলাদা আলাদা দপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করায় কৃষকের সময়, খরচ ও সুযোগ সীমিত হয়। এই প্রেক্ষিতে, জেলার আওতায় উপজেলাভিত্তিক 'Decentralized Agri-Service Coordination Hub (DASH)' গঠন করা হলে একক কেন্দ্র থেকে সব কৃষি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

### উদ্দেশ্য:

মাঠ পর্যায়ে কৃষি সেবা সমন্বয় ও একদুয়ারে সেবা প্রদানের জন্য হাব চালু।

### ফলাফল:

কৃষক সেবা সহজতর হবে, সময় ও খরচ কমবে, দপ্তরীয় সমন্বয় বাড়বে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

৩টি উপজেলায় DASH পাইলট কেন্দ্র স্থাপন ও মূল্যায়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

ডিএই, বিএডিসি, এটুআই, উপজেলা প্রশাসন, প্রযুক্তি সরবারহকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (আগস্ট ২০২৬) পাইলট ও প্রাথমিক মূল্যায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

প্রদত্ত সেবা সংখ্যা, কৃষকের গড় সময় ও সেবা সন্তুষ্টি হার।

## ৩.৫ PPP সেল গঠন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকারের একক প্রচেষ্টায় সকল অবকাঠামো, প্রযুক্তি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাজার উন্নয়ন সম্ভব নয়। Private Sector-এর দক্ষতা, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে Public-Private Partnership (PPP) একটি কার্যকর কৌশল। বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ে PPP সম্পর্কিত কোনো স্বতন্ত্র ইউনিট না থাকায় উপযুক্ত প্রকল্প সনাক্তকরণ, রূপরেখা তৈরি এবং বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমন্বয় করায় ঘাটতি দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে একটি PPP সেল গঠন করে কৃষি খাতে যৌথ বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

### উদ্দেশ্য:

কৃষি খাতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন।

### ফলাফল:

নতুন বিনিয়োগ আসবে, কৃষক আধুনিক সেবা পাবে এবং কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ উন্নত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

PPP সেল গঠন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

প্রশাসন অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

পিপিপি অথরিটি, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সংগঠন।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৩ মাসে (নভেম্বর ২০২৫) সেল গঠন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

PPP গঠনের আদেশ।

## ৩.৬ কৃষি উপকরণের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ও বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা সমন্বিত কাঠামো গঠন

### প্রেক্ষাপট:

সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের সরবরাহ, গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও বাজারমূল্য নির্ধারণে বর্তমানে একাধিক সংস্থা সম্পৃক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। ফলে কৃষকগণ ভেজাল উপকরণ, অনিয়ন্ত্রিত মূল্য বা সরবরাহ ঘাটতির সমস্যায় পড়েন। একটি একীভূত তদারকি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গঠনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ বাজারে স্বচ্ছতা, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান উন্নত হবে।

### উদ্দেশ্য:

কৃষি উপকরণের গুণমান, সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে স্বচ্ছ, কার্যকর ও একীভূত কাঠামো গঠন।

### ফলাফল:

ভেজাল ও অতিমূল্য নিরসন হবে, কৃষকের আস্থা বাড়বে এবং বাজারে স্থিতিশীলতা আসবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত জেলায় একীভূত বাজার তদারকি কমিটি গঠন ও মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও জেলা প্রশাসন।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৪ মাসে (ডিসেম্বর ২০২৫) নীতি কাঠামো ও গাইডলাইন তৈরি; ৬ মাসে পাইলট বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

ভেজাল সনাক্তকরণ হার, মূল্য পরিবর্তনের পরিসংখ্যান, কৃষকের অভিযোগ ও সন্তুষ্টি হার।

## ৩.৭ একক কৃষি সেবাকেন্দ্র (One-Stop Agriculture Service Center)

### প্রেক্ষাপট:

কৃষকগণ বিভিন্ন সেবা যেমন—বীজ, সার, কৃষি পরামর্শ, প্রণোদনা, কৃষিক্ষণ, ভর্তুকি, রোগবালাই প্রতিকার ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দপ্তরে যেতে বাধ্য হন। এতে করে সেবা গ্রহণে সময়, অর্থ ও হয়রানি বাড়ে। একক কৃষি সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে একই জায়গায় সব সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকের সেবাগ্রহণ সহজ হবে।

### উদ্দেশ্য:

সব কৃষি সেবা একস্থানে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদান করে কৃষকদের জন্য সেবা গ্রহণ সহজ করা।

### ফলাফল:

সেবাপ্রাপ্তির গতি বাড়বে, হয়রানি কমবে এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা ও কৃষকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

নির্বাচিত উপজেলায় ওয়ান-স্টপ সেন্টার স্থাপন ও ইন্টিগ্রেটেড সেবা চালু।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, অর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতব্য সংস্থা, এনজিও, স্থানীয় প্রশাসন।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সেবা প্রদান অবকাঠামো নির্ধারণ ও পরবর্তী ১২ মাসে পাইলট বাস্তবায়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

সেবা কাঠামো, সেবাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা, অভিযোগের হার, দপ্তরসমূহের সমন্বয়ের মাত্রা ও সন্তুষ্টি স্কের।

## ৩.৮ কৃষি প্রযুক্তি মূল্যায়ন ও অনুমোদন বোর্ড গঠন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি খাতে প্রতি বছর দেশি-বিদেশি বহু প্রযুক্তি বাজারে আসছে, তবে এসব প্রযুক্তি মাঠে ব্যবহারের আগে যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুমোদনের কোনো কেন্দ্রীভূত কাঠামো নেই। ফলে অনেক সময় অকার্যকর বা ক্ষতিকর প্রযুক্তিরও ব্যবহারের সূচনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি 'কৃষি প্রযুক্তি মূল্যায়ন ও অনুমোদন বোর্ড' গঠন করে প্রযুক্তির কার্যকারিতা, নিরাপত্তা, পরিবেশগত প্রভাব ইত্যাদি যাচাই করা সম্ভব হবে।

### উদ্দেশ্য:

নতুন কৃষি প্রযুক্তি মাঠে ব্যবহারের আগে বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ও অনুমোদন নিশ্চিত করা।

### ফলাফল:

নিরাপদ ও কার্যকর প্রযুক্তির প্রসার হবে, কৃষকের আস্থা বাড়বে এবং প্রযুক্তির অপব্যবহার কমবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষি প্রযুক্তি মূল্যায়ন ও অনুমোদন বোর্ড গঠন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাণনিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (আগস্ট ২০২৫) বোর্ড গঠন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৃষি প্রযুক্তি মূল্যায়ন ও অনুমোদন বোর্ড গঠনের আদেশ।

# ৪. পলিসি রিফর্ম

## ৪.১ দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বিত নীতিমালা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের কৃষি খাত জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি সংকোচন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি। বিদ্যমান নীতিগুলো খণ্ডিত, একে অপরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনেক সময় সমন্বিত নীতিমালা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি হয়ে উঠেছে।

### উদ্দেশ্য:

দীর্ঘমেয়াদে কৃষি খাতে সুসমন্বিত, সমন্বিত নীতিমালা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

### ফলাফল:

কৃষির কৌশলগত রূপান্তর সম্ভব হবে এবং সকল দফতরের কার্যক্রমে সমন্বিত ও ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বিত নীতিমালা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল দফতর/ সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, দেশী ও আন্তর্জাতিক অংশীদার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

২ মাসে (সেপ্টেম্বর ২০২৫) খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরবর্তী ৩ মাসে (ডিসেম্বর ২০২৫) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কর্মপরিকল্পনার অনুমোদিত কপি।

## ৪.২ এগ্রি-লজিস্টিকস ও কোল্ড চেইন কৌশলপত্র

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে প্রতিবছর উৎপাদিত কৃষিপণ্যের একটি বড় অংশ অব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত সংরক্ষণ ও সঠিক পরিবহনব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হয়। কোল্ড চেইন অবকাঠামো অপ্রতুল হওয়ায় ফলমূল ও সবজির মতো নষ্টযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে একদিকে কৃষক যেমন ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয় অপরদিকে ভোক্তা পর্যায়েও মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। সামগ্রিকভাবে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে একটি নীতি প্রয়োজন যা কৃষি লজিস্টিকস ও কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে।

### উদ্দেশ্য:

কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও পরিবহনে আধুনিক ও কার্যকর কোল্ড চেইন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।

### ফলাফল:

পণ্যের ক্ষয়ক্ষতি কমেবে, কৃষক লাভবান হবে, ভোক্তাপর্যায়ে দ্রব্য মূল্য হ্রাস পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষি-লজিস্টিকস ও কোল্ড চেইন কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট সেক্টর।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৪ মাসে (ডিসেম্বর ২০২৫) কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন; পরবর্তী ৬ মাসের (জুন ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও চূড়ান্তকরণ।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৌশলপত্রের খসড়া, কৌশলপত্রের অনুমোদিত কপি।

## ৪.৩ কৃষি-রপ্তানী কৌশলপত্র

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল হলেও রপ্তানি সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কৃষিপণ্যের রপ্তানীতে SPS ও কোয়ালিটি মানদণ্ডে কঠোর অনুসরণ আবশ্যিক, যা পূরণে বাংলাদেশের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সুনির্দিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ ও নীতি সহায়তা জরুরি। একটি শক্তিশালী কৃষি-রপ্তানী কৌশলপত্র প্রণয়ন দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণে সহায়ক হবে।

### উদ্দেশ্য:

কৃষিপণ্যের রপ্তানিতে সহায়ক নীতির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ উন্মোচন।

### ফলাফল:

রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষি-রপ্তানী কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানিকারক সংগঠন ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন, পরবর্তী ৬ মাসের (আগস্ট ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৌশলপত্রের খসড়া, কৌশলপত্রের অনুমোদিত কপি।

## ৪.৪ জলবায়ু সহনশীল কৃষি কৌশলপত্র

### প্রেক্ষাপট:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষিতে খরার প্রকোপ, বন্যা, লবণাক্ততা, অকাল বৃষ্টি ও তাপমাত্রার অসামঞ্জস্যতা বাড়ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস, ফসলের বৈচিত্র্য হ্রাস এবং কৃষকের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান নীতিমালাগুলোতে জলবায়ু অভিযোজন সুনির্দিষ্টভাবে সংযোজন না থাকায় টেকসই কৃষি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি খাতে অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল একীভূত করে একটি জলবায়ু সহনশীল কৃষি কৌশলপত্র প্রণয়ন জরুরী।

### উদ্দেশ্য:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন ও ঘাত সহনশীল কৃষি চর্চার জন্য সমন্বিত কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### ফলাফল:

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারণে কৃষির ক্ষয়ক্ষতি কমেবে, কৃষকের টিকে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

জলবায়ু সহনশীল কৃষি কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

পরিবেশ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন, পরবর্তী ৬ মাসের (আগস্ট ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৌশলপত্রের খসড়া, কৌশলপত্রের অনুমোদিত কপি।

## ৪.৫ ডিজিটাল কৃষি কৌশলপত্র

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি খাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো (AI, IoT, Big Data, Remote Sensing) ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা ও কৃষকের অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব। বর্তমানে কৃষি খাতে বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ থাকলেও সেগুলো খণ্ডিত, অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সমন্বিতভাবে পরিচালনার অভাবে দৃশ্যমান প্রভাব ফেলতে পারছে না। একটি জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল কৃষি কৌশলপত্র গ্রহণের মাধ্যমে সেবার ডিজিটাল রূপান্তর, কৃষি উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এটি কৃষির টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট কৃষির অগ্রযাত্রায় সহায়ক হবে।

### উদ্দেশ্য:

সমন্বিত ডিজিটাল কৌশলের মাধ্যমে কৃষিকে প্রযুক্তিনির্ভর, স্মার্ট ও কৃষককেন্দ্রিক করা।

### ফলাফল:

কৃষি সেবার সহজলভ্যতা ও দক্ষতা বাড়বে, কৃষকের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

ডিজিটাল কৃষি কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৮ মাসে (এপ্রিল ২০২৬) কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন, পরবর্তী ৬ মাসের (অক্টোবর ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৌশলপত্রের খসড়া, কৌশলপত্রের অনুমোদিত কপি।

## ৪.৬ বিদেশে কৃষি শ্রম বাজার সম্প্রসারণের রোডম্যাপ প্রণয়ন

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষি খাতে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ এখনও সীমিত। বিভিন্ন দেশে কৃষিশ্রমিকের চাহিদা থাকলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে তা বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হয়ে উঠতে পারেনি। এই প্রেক্ষাপটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরি করে বিদেশি শ্রমবাজারে কৃষি শ্রমিক পাঠানো গেলে অভিবাসন ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদেশি কৃষি শ্রমবাজার চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, কৃষি শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমিক প্রেরণের প্রক্রিয়াগত প্রস্তুতি।

### ফলাফল:

কর্মসংস্থান বাড়বে, কৃষিজ শ্রমিকের আয় বাড়বে, দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়বে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

সম্ভাব্য ২টি দেশে কৃষিশ্রমিকের চাহিদা, যোগ্যতা ও দক্ষতার অনুসন্ধান, এটিআই পাঠ্যক্রম অধুনিকায়ন এবং দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের রোডম্যাপ প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বিএমইটি, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১২ মাসে (আগস্ট ২০২৬) কৃষিশ্রমিকের চাহিদা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসন্ধান, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন ও রোডম্যাপ প্রণয়ন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

প্রেরিত শ্রমিক সংখ্যা, রেমিটেন্স, প্রশিক্ষিত জনশক্তির সংখ্যা, রোডম্যাপ।

## ৪.৭ কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহ কৌশলপত্র

### প্রেক্ষাপট:

কৃষি খাতের গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও শিল্প-কারখানা স্থাপনে সরকারি অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষিতে উদ্ভাবন, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান নীতিমালায় কৃষি খাতে বেসরকারি ও পিপিপি ভিত্তিক বিনিয়োগের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও সহায়ক কাঠামো অনুপস্থিত। এটি কৃষি খাতে সম্ভাব্য বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণে সহায়ক নয়। তাই, কৃষি খাতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে একটি উৎসাহব্যঞ্জক কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রয়োজন।

### উদ্দেশ্য:

কৃষি খাতে বেসরকারি ও পিপিপি ভিত্তিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উৎসাহমূলক নীতি কাঠামো প্রণয়ন।

### ফলাফল:

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির হস্তান্তর ঘটবে এবং বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহ কৌশলপত্র প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পিপিপি অথরিটি, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট সেক্টর।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

১০ মাসে (জুন ২০২৬) কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন, পরবর্তী ৬ মাসের (ডিসেম্বর ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কৌশলপত্রের খসড়া, কৌশলপত্রের অনুমোদিত কপি।

## ৪.৮ কৃষিতে এলডিসি গ্রেজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা

### প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যার ফলে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা ও কৃষিখাতে সাবসিডি প্রদানের কিছু সুবিধা হ্রাস পাবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম ও আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে কৃষিতে প্রচলিত প্রণোদনা ব্যবস্থারও পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। এটি কৃষকের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জে পড়তে পারে। এই বাস্তবতায়, এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি।

### উদ্দেশ্য:

কৃষিতে এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

### ফলাফল:

আন্তর্জাতিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষকবান্ধব সহায়তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

### পাইলটিং কার্যক্রম:

কৃষিতে এলডিসি গ্রেজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### বাস্তবায়নে সহায়তাকারী সংস্থা:

অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও আন্তর্জাতিক অংশীদার।

### বাস্তবায়ন সময়কাল:

৬ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৬) কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন, পরবর্তী ৪ মাসের (জুন ২০২৬) মধ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও অনুমোদন।

### বাস্তবায়ন মনিটরিং সূচক:

কর্মপরিকল্পনার খসড়া, কর্মপরিকল্পনার অনুমোদিত কপি।

## উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষি খাত বর্তমানে এক নতুন সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করছে। খাদ্য নিরাপত্তায় সাফল্যের পর নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে—জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জমির সংকোচন, বাজারের অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু উৎপাদনমুখী চিন্তায় নয়, বরং একটি সমন্বিত, প্রযুক্তিনির্ভর, কৃষক-কেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক সেবা কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান কৃষি সেবার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কিছু দুর্বলতা—যেমন সময়সীমিততা, তথ্য ও বিশ্লেষণ কাঠামোর ঘাটতি, ধীরগতি, কাগজনির্ভরতা, প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার, কৃষক মতামত গ্রহণের অনুপস্থিতি এবং প্রান্তিক কৃষকের বঞ্চনা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দুর্বলতাগুলোর কাঠামোগত সমাধানের লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে ৪টি স্তম্ভভিত্তিক সংস্কার কাঠামো—নীতিগত, কাঠামোগত, প্রক্রিয়াগত এবং প্র্যাকটিস ভিত্তিক সংস্কার।

এই সংস্কার পুস্তিকায় মোট ৩২টি বাস্তবভিত্তিক, প্রয়োগযোগ্য ও প্রভাবসৃষ্টিকারী সংস্কার উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয়েছে—যার প্রতিটি পর্যালোচনায় এসেছে লক্ষ্য, ফলাফল, বাস্তবায়ন কাঠামো ও মনিটরিং পদ্ধতি। প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলো যেমন দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা, PPP সেল, Climate Smart Cell, ক্ষুদ্র কৃষক সহায়তা ইউনিট, Digital Agriculture Strategy, AI-ভিত্তিক ফিডব্যাক, নারীবান্ধব পরিকল্পনা, বিদেশি শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ উৎসাহ নীতির মতো কাঠামোগত ও উদ্ভাবনী দিক তুলে ধরেছে, তেমনি কৃষকের চোখে সেবার সহজলভ্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে।

এই সংস্কার প্রয়াস বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে একটি গতিশীল, কৃষি উদ্যোক্তা-বান্ধব, পরিবেশ ও প্রযুক্তি-সহিষ্ণু এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কৃষি সেবা কাঠামো প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এটি শুধু কৃষকের কল্যাণ নয়, বরং দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তিও সুদৃঢ় করবে।

অতএব, এই সংস্কার পুস্তিকা কেবল একটি পরিকল্পনার দলিল নয়—এটি একটি সাহসী পরিবর্তনের পথনকশা, যা একটি সমন্বিত, স্মার্ট, আধুনিক ও কৃষক-কেন্দ্রিক কৃষি মন্ত্রণালয় গঠনে সহায়ক হবে।

# পাইলট উদ্যোগ: রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) পাইলট বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

সেপ্টেম্বর - নভেম্বর ২০২৫

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Result-Based Monitoring বা RBM) এবং উপকারভোগী ট্র্যাকিং সিস্টেম না থাকায় সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ নতুন প্রকল্পের কার্যকরি পরিকল্পনা এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই পাইলট বাস্তবায়ন পরিকল্পনাটি বিদ্যমান চর্চাগত দুর্বলতা, কার্যকরি সমাধান, অংশীদারিত্ব, সম্পদের চাহিদা, বাস্তবায়ন সময়সূচি ও টেকসইকরণ কৌশলকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে।

## গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা: কারণ ও ফলাফল

বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর Monitoring & Evaluation (M&E) কাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি বা প্রভাব নির্ণয় করা কঠিন। নিম্নে সমস্যাটির কারণ ও ফলাফল তুলে ধরা হল:

### ক. মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য ডেটার অভাব:

সঠিক মনিটরিং প্রক্রিয়া ও টুল না থাকায় সংগৃহীত ডেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় ত্রুটিপূর্ণ, যা M&E-এর নির্ভরযোগ্যতাকে নষ্ট করেছে। ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ ডেটার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে ফলে প্রকল্পের প্রকৃত অগ্রগতি ও সমস্যার সঠিক চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঠে আসছে না।

### খ. গবেষণা নকশা ও মনিটরিং সূচকের দুর্বলতা:

প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য সঠিক প্রশ্ন ও সূচক নির্ধারণে দুর্বলতা রয়েছে। তাছাড়া ফলাফল পরিমাপের মানদণ্ড অস্পষ্ট থাকায় প্রকল্প পরিমাপ, তুলনা ও শিখন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

### গ. ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তায় চ্যালেঞ্জ:

উপকারভোগীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় M&E অব্যাহত করা কঠিন। তথ্য ফাঁস বা অপব্যবহার নিয়ে আশঙ্কার কারণে ডেটা সংগ্রহে অনীহা সৃষ্টি হয় ফলে তথ্য প্রদানে অংশগ্রহণ কমে যায়।

### ঘ. সীমিত আর্থিক সম্পদ ও সময়:

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে কর্মী ও বাজেটের অপ্রতুলতা রয়েছে। পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা অভাবে মনিটরিং কার্যক্রম প্রায়শই পিছিয়ে পরে এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নির্ণয় সম্ভব হয় না।

### ঙ. প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব:

প্রশিক্ষিত M&E ও দক্ষ আইটি বিশেষজ্ঞের অভাবে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নির্মাণ ও পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হয়। পূর্ব ডেটা না থাকা, ডেটা স্বল্পতা ও উপযুক্ত বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে না পারায় ডেটা বিশ্লেষণের মান হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া নতুন প্রযুক্তি গ্রহণও ধীরগতিতে হচ্ছে।

### চ. সাংগঠনিক সংস্কৃতির সমস্যা:

মনিটরিং ও মূল্যায়নকে অনেক সময় শাস্তিমূলক বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এতে কর্মকর্তাদের মাঝে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। সঠিক তথ্য দিলে সমালোচিত হতে হবে এমন ভয়েও অনেকসময় তথ্য গোপন করা হয়ে থাকে ফলে জবাবদিহিতা ক্ষুণ্ণ হয়।

### ছ. অস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ না করা:

প্রকল্পের লক্ষ্য ও M&E-এর উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত না থাকায় উদ্যোগগুলি লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। ফলাফলের উপর গুরুত্ব না দিয়ে কেবল কার্যকলাপের পরিমাণ গণনা করা হয়ে থাকে এতে প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

### জ. অংশীজনের অংশগ্রহণের অভাব:

মন্ত্রণালয়, প্রকল্প ইউনিট, উপকারভোগী ও অন্যান্য অংশীজনের সম্পৃক্ততা ও মতামত সংগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থানীয় জ্ঞান প্রতিফলিত না হওয়ায় পরিকল্পনা অনেক সময় অকার্যকর হয়ে যায় এবং অংশীদারদের মালিকানাধীনতা কম থাকে।

### ঝ. প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয়হীনতা:

কৃষি খাতের M&E সিস্টেমগুলো বিদ্যমান কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বিত নয় এবং বর্তমানে আলাদা আলাদা ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় না থাকায় একই তথ্য বারবার সংগ্রহ করা হয়, এতে ব্যবস্থাপনার ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও দ্বৈততা সৃষ্টি হয়।

### ঞ. দীর্ঘমেয়াদি ডেটা সংগ্রহে জটিলতা ও খরচ:

তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল ও জটিল, তাই প্রাসঙ্গিক নির্দেশক নির্ধারণ ও প্রক্রিয়া সরলীকরণ জরুরি। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রভাব পরিমাপের জন্যে ডেটা অব্যাহতভাবে সংগ্রহ করা হয় না এবং দীর্ঘমেয়াদে ফলাফল বুঝতে না পারায় প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তন করাও সম্ভব হয় না।

## সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা: সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল

রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) পাইলটিং উদ্যোগটি উপরের সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ। এতে ড্যাশবোর্ডভিত্তিক মনিটরিং, উপকারভোগী ট্র্যাকিং ও সময়মত ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকে তথ্যনির্ভর ও জবাবদিহিমূলক করা হবে। নিম্নে সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল বর্ণনা করা হলো:

### ক. ডেটা সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা:

কাগজ নির্ভরতার পরিবর্তে ডিজিটাল মাধ্যমে ডেটা সংগ্রহ ও সুসংহত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হবে, এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে এবং দ্রুত ও নির্ভুল ডেটার সরবরাহ নিশ্চিত করবে। ডেটা সংগ্রহের গতি ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সহায়তা করবে, মাঠপর্যায়ের তথ্য দ্রুত কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ডে পৌঁছবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

### খ. রিয়েল টাইম ডেটা মনিটরিং ও মান নিয়ন্ত্রণ:

ডেটার স্বয়ংক্রিয় যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ ফিচারসহ ড্যাশবোর্ডে রিয়েল টাইম বিশ্লেষণ চালু করা হবে যাতে ত্রুটি দ্রুত শনাক্ত ও সংশোধন সম্ভব হয়। ডেটার ভুল বা অসঙ্গতি দ্রুত চিহ্নিত হওয়ায় ডেটার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকল্প পরিচালকগণ অনিয়ম বা বিলম্ব শনাক্ত করে তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারবেন যা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিংকে সহজ করবে।

### গ. সূচক ও বেসলাইন নির্ধারণে অংশগ্রহণমূলক গবেষণা নকশা:

ফলাফলভিত্তিক M&E-এ অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে লক্ষ্য ও সূচক নির্ধারণ করা হবে। স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক সূচক নির্ধারণ করায় অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ সঠিকভাবে সম্ভব হবে, অংশীজনরা এই প্রক্রিয়ায় তাদের অংশীদারিত্ব অনুভব করবে এবং তথ্যের মান উন্নত হবে।

### ঘ. ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নীতি প্রণয়ন:

তথ্য সুরক্ষার জন্য আইসিটি বিভাগের সহায়তায় সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এনক্রিপশন ও অনুমতিভিত্তিক তথ্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে। উপকারভোগীর তথ্য সুরক্ষিত থাকবে, ডেটার নিরাপত্তা নিয়ে আস্থাহীনতা হ্রাস পাবে এবং তথ্য দিতে সকলেই উৎসাহিত হবে।

### ঙ. বাজেট ও মানবসম্পদ বরাদ্দ:

বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে RBM কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ও আইটি কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা হবে, যারা প্রতিনিয়ত প্রকল্প M&E প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকবেন।

### চ. প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা:

নতুন নতুন প্রযুক্তির সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিকল্প নেই। পরিকল্পনা অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য RBM ও ড্যাশবোর্ড ব্যবহারে প্রশিক্ষণে আইসিটি বিভাগ ও IMED-এর সহায়তা গ্রহণ করা হবে। কর্মীরা প্রযুক্তি ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন করবে এবং এর মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ সহজ হবে যা উদ্যোগের কার্যকারিতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করবে।

### ছ. জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতি:

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে RBM-এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা সভা, কর্মশালা ও পুরস্কারপ্রদান কর্মসূচি চালু করা হবে। এতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মনিটরিংকে উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে দেখবেন যার ফলে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ও তথ্য গোপন করার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

### জ. স্পষ্ট লক্ষ্য ও ফলাফল কাঠামো তৈরি:

প্রতিটি প্রকল্প শুরুর আগে যথাযথ লক্ষ্য ও ফলাফল ম্যাট্রিক্স তৈরি করা হবে এবং এটা ড্যাশবোর্ডে আপলোড করা হবে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকায় কর্মকাণ্ড লক্ষ্যনির্ভর থাকবে, ফলাফল ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ সহজ হবে ও তুলনামূলক অগ্রগতি দেখা যাবে।

### ঝ. অংশীজনের সম্পৃক্ততা ও সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম:

সভা ও অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়, IMED, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং উপকারভোগীদের মতামত নেয়া হবে। এতে অংশীজনের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হবে, তথ্য পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈততা কমবে, সকল সংস্থা একই ডেটা ও সূচক ব্যবহার করবে।

### ঞ. প্রাসঙ্গিক নির্দেশক নির্বাচন ও দীর্ঘমেয়াদি ডেটা ব্যবস্থাপনা:

প্রাসঙ্গিক নির্দেশক বেছে নিয়ে M&E প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এতে অপ্রয়োজনীয় ডেটা চাপ কমবে, সামর্থ্যের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সম্ভব হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

উপরে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা হলে প্রকল্পের পারফরম্যান্স ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, এবং শিখন ও জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে।

## পাইলট সংস্কার উদ্যোগের পরিসংখ্যান

### পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) সিস্টেম পাইলটিং

### বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

### সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান:

আইটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ, এটুআই, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED), পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়।

### পাইলটিং স্থান:

নির্বাচিত একটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট একটি জেলা - যেমন গাজীপুর।

### পাইলটিং এর যৌক্তিকতা:

নির্বাচিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও উপকারভোগী ট্র্যাকিংয়ের দুর্বলতা, RBM ড্যাশবোর্ড স্থাপন করে তথ্যভিত্তিক দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বচ্ছতা বাড়ানো।

## সময়সীমা:

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ (পরিকল্পনা ও সফটওয়্যার উন্নয়ন- সেপ্টেম্বর ২০২৫; প্রশিক্ষণ ও ড্যাশবোর্ড চালু- অক্টোবর ২০২৫; পাইলট অপারেশন মূল্যায়ন- নভেম্বর ২০২৫)।

## উপকারভোগীর সংখ্যা ও উপকার:

পাইলট প্রকল্পে সরাসরি অন্তত ১,০০০ কৃষক উপকৃত হবে এবং তাদের উন্নয়ন সূচক সরাসরি ড্যাশবোর্ডে ট্র্যাক করা হবে। তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সেবা প্রদান দ্রুত হবে ও প্রকল্প কর্মক্ষমতার ২০%-২৫% উন্নতির আশা করা যায়।

## খরচ সাশ্রয়:

কাগজ ও ম্যানুয়াল রিপোর্টিং বাদ দিয়ে ডিজিটাল সিস্টেমে রূপান্তর হওয়ায় প্রকল্পের রিপোর্টিং ব্যয়ের ২৫% পর্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে; ত্রুটি ও বিলম্ব কমাতে অতিরিক্ত শ্রমের খরচও হ্রাস পাবে।

## অংশীজন ও সম্পৃক্ততা কৌশল

RBM পাইলটিং-এ বিভিন্ন অংশীজনকে যুক্ত করা হবে। তাদের ভূমিকা ও কাজে লাগানোর কৌশল নিম্নরূপ:

### ক. কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ:

প্রকল্প নির্বাচন, নীতি অনুমোদন, বাজেট বরাদ্দ ও সমন্বয় করবে, ড্যাশবোর্ডের চাহিদা নির্ধারণ ও ফলাফল পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে।

### খ. আইসিটি বিভাগ ও এটুআই:

সফটওয়্যার উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটা ব্যাকআপ প্রদান করবে, স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে।

### গ. IMED ও পরিকল্পনা কমিশন:

M&E নীতি ও নির্দেশিকা প্রদান, সূচক নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন মানদণ্ড নির্ধারণ করবে এবং পাইলটিং-এর মূল্যায়নে সহায়তা করবে।

### ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও স্থানীয় কৃষি অফিসসমূহ:

মাঠপর্যায়ে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করবে, কৃষকদের মতামত সংগ্রহ ও সমন্বয় করবে এবং ড্যাশবোর্ডে তথ্য আপলোড ও যাচাই করবে।

### ঙ. কৃষি তথ্য সার্ভিস:

প্রযুক্তির ব্যবহার ও ফলাফল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে কৃষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

### চ. উপকারভোগী কৃষক ও সমিতি:

তথ্য প্রদান ও প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে; ব্যবস্থার ত্রুটি বা সাফল্য সম্পর্কে মতামত জানাবে।

### ছ. ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান:

প্রযুক্তি ও পরামর্শসহায়তা, প্রশিক্ষক প্রদান এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।

## সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা

### মানবসম্পদ

M&E বিশেষজ্ঞ, তথ্য বিশ্লেষক ও সফটওয়্যার উন্নয়নকারীদের নিয়োগ (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)।  
সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য RBM ও ড্যাশবোর্ড ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

### আর্থিক সম্পদ

ড্যাশবোর্ড সফটওয়্যার উন্নয়ন, সার্ভার ও ক্লাউড হোস্টিং, মোবাইল ডিভাইস কেনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।  
প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন ব্যয়, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর জন্যে ব্যয় ও পরামর্শক ফি।

### প্রযুক্তি ও ভৌত সম্পদ

সুরক্ষিত সার্ভার, ল্যাপটপ/ট্যাবলেট, মোবাইল অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড সফটওয়্যার।  
ইন্টারনেট সংযোগ ও ব্যাক আপ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

### তথ্য ও জ্ঞানসম্পদ

বিদ্যমান প্রকল্প ডেটাবেস, কৃষি পরিসংখ্যান ও উপকারভোগীর তালিকা।  
ফলাফল কাঠামো ও সূচক তালিকা তৈরিতে IMED ও পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশিকা ব্যবহার।

### প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ

মন্ত্রণালয়ে RBM টিম গঠন ও ড্যাশবোর্ড পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ।  
তথ্য সুরক্ষা নীতি প্রস্তুত।

## সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
১.	প্রকল্প নির্বাচন, আর্থিক প্রকল্পন ও অনুমোদন, অংশীজন সভা	পরিকল্পনা অনুবিভাগ	৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
২.	সফটওয়্যার উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল টিম গঠন	প্রশাসন অনুবিভাগ	১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৩.	RBM ড্যাশবোর্ডের প্রাথমিক নকশা	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইটি শাখা, প্রকল্প কার্যালয়	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৪.	সূচক নির্ধারণ, মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ	IMED ও পরিকল্পনা কমিশন, M&E বিশেষজ্ঞ	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৫.	ডেটা সুরক্ষা নীতি	আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইটি শাখা	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৬.	ড্যাশবোর্ডের প্রোটোটাইপ তৈরি ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা	প্রকল্প কার্যালয়, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইটি শাখা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫	
৭.	প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি	IMED ও পরিকল্পনা কমিশন, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইটি শাখা	০৫ অক্টোবর ২০২৫	
৮.	M&E কর্মীদের প্রশিক্ষণ (ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের ওপর)	আইসিটি বিভাগ, IMED, এটুআই, আইটি শাখা	১০ অক্টোবর ২০২৫	

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
৯.	পাইলট প্রকল্পে ড্যাশবোর্ড ইনস্টলেশন	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, আইসিটি বিভাগ, এটুআই, আইটি শাখা, প্রকল্প কার্যালয়	১০ অক্টোবর ২০২৫	
১০.	ডেটা সেট-আপ ও বেজলাইন সংগ্রহ শুরু	আইটি শাখা, প্রকল্প কার্যালয়	১৫ অক্টোবর ২০২৫	
১১.	অংশীজনদের ওয়ার্কশপ ও সচেতনতামূলক সভা	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, প্রকল্প কার্যালয়, কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৫ অক্টোবর ২০২৫	
১২.	রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ ও আপলোড	স্থানীয় কৃষি অফিসসমূহ, প্রকল্প কার্যালয়	২০ অক্টোবর ২০২৫	
১৩.	সমস্যা শনাক্ত ও তাৎক্ষণিক সমাধান, মাসিক বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রস্তুত ও বিতরণ	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, প্রকল্প কার্যালয়	১ নভেম্বর ২০২৫	
১৪.	অংশীজনদের সাথে ফিডব্যাক মিটিং ও পাইলট মূল্যায়ন	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, IMED ও পরিকল্পনা কমিশন	১৫ নভেম্বর ২০২৫	
১৫.	প্রয়োজনীয় পুনঃডিজাইন ও রোল-আউট পরিকল্পনা প্রস্তুত	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, আইটি শাখা, আইসিটি বিভাগ, প্রযুক্তি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান	২৫ নভেম্বর ২০২৫	

## টেকসইকরণ ও রোল-আউট কৌশল

### ক. ধারাবাহিক বাজেট ও নীতি সমর্থন নিশ্চিত করা:

RBM ব্যবস্থাকে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার অংশ করা হবে, যাতে পাইলট প্রকল্প শেষ হলেও ব্যবস্থা চালু থাকে।

### খ. বৈধ কাঠামো ও নির্দেশিকা প্রণয়ন:

IMED ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক মনিটরিং নীতি তৈরি/ বাস্তবায়ন; জবাবদিহি নিরীক্ষা ও তথ্য সুরক্ষা আইন প্রতিফলন করা হবে।

### গ. মাস্টার ট্রেনার তৈরি ও টেকসই সক্ষমতা নির্মাণ:

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে অন্য প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দায়িত্ব দেয়া হবে; প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে দীর্ঘমেয়াদি কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

### ঘ. কমিউনিকেশন ও জনপ্রিয়করণ:

মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সামাজিক মাধ্যমে RBM সাফল্যের গল্প প্রচার; কৃষকদের জন্য সহজ ভাষায় নির্দেশিকা তৈরি এবং হেল্পলাইন চালু করা।

### ঙ. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়মিত আপডেট করা:

অনলাইন ড্যাশবোর্ডের ডেটা ও সূচক প্রতি ছয় মাস অন্তর পর্যালোচনা; নতুন চাহিদা অনুযায়ী সূচক ও মডিউল যুক্ত করা হবে।

### চ. রোল-আউট ও রেলিকেশন:

পাইলটিং-এর সাফল্যের ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে RBM ব্যবস্থার প্রয়োগ পরিকল্পনা করা হবে এবং ধাপে ধাপে উপজেলাভিত্তিক রোল আউট পরিকল্পনা করা হবে।

### ছ. অভীষ্ট গ্রুপের অংশগ্রহণ রক্ষা করা:

কৃষক ও স্থানীয় অংশীদারদের নিয়মিত মতামত গ্রহণ এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ড্যাশবোর্ডে পরিবর্তন আনয়ন করা হবে।

### জ. উদ্যম অব্যাহত রাখা:

শীর্ষ কর্মকর্তাদের সমর্থন ও নজরদারির মাধ্যমে RBM ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হবে এবং নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করে উত্তম কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

### ঝ. গবেষণা চালু রাখা:

পাইলট ও পরবর্তী রোল-আউটের প্রভাব মূল্যায়ন করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা হবে এবং ফলাফল বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হবে।

### ঞ. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও অংশীদারিত্ব:

নিয়মিত সফল আন্তর্জাতিক প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় আয়োজন করা হবে।

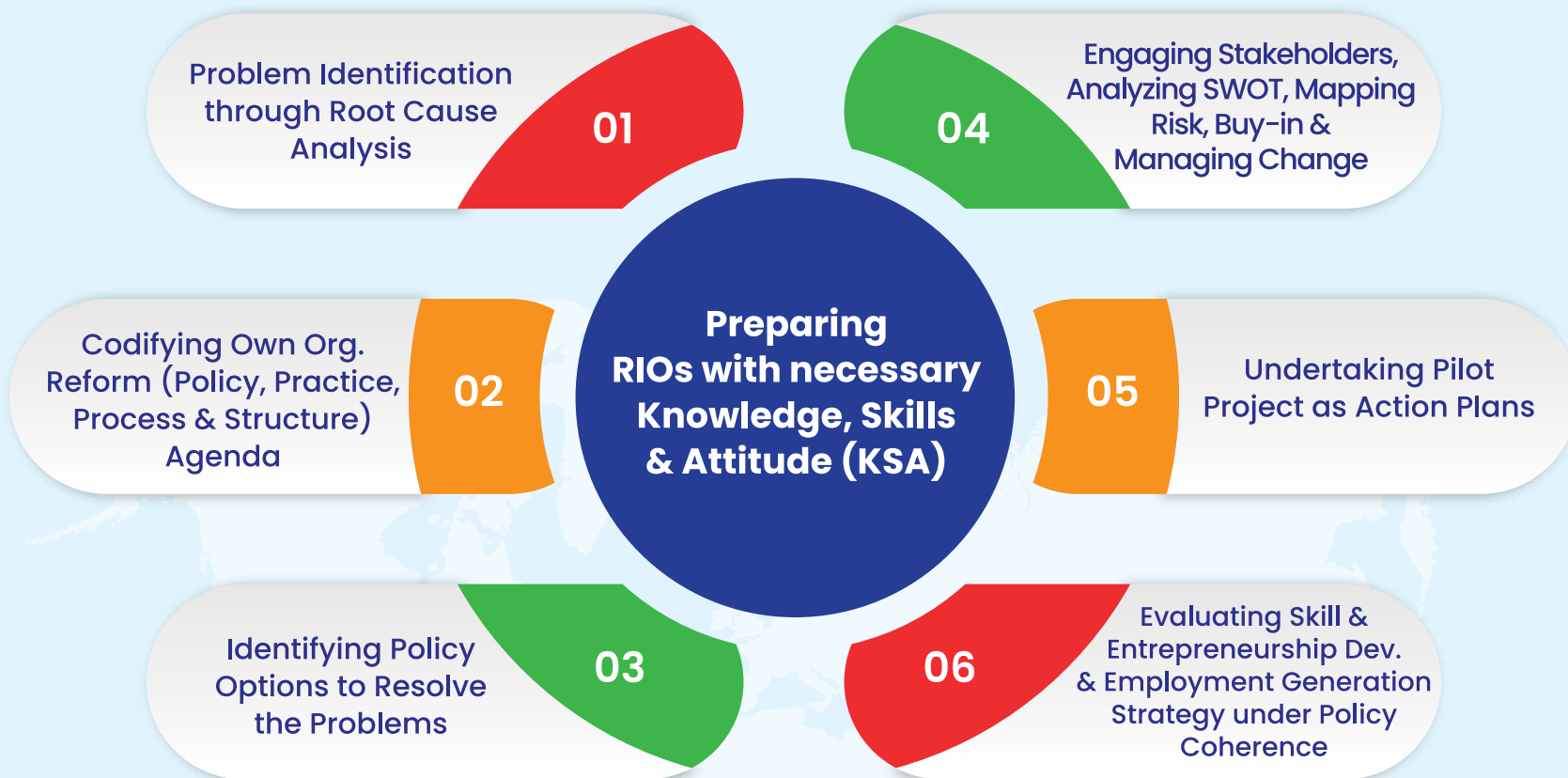
## উপসংহার

রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) পদ্ধতি কেবল একটি প্রযুক্তি নয়; এটি একটি সাংগঠনিক সংস্কৃতি ও শিখন প্রক্রিয়া যা প্রশাসনের স্বচ্ছতা, কার্যকারিতা ও জবাবদিহি বাড়ায়। এমন M&E ব্যবস্থা সরকারের কর্মপদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন এনে পারফরম্যান্স ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে। বর্তমান কর্মপরিকল্পনাটি সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ, অংশীজনের অংশগ্রহণ, ড্যাশবোর্ড-ভিত্তিক মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও টেকসইকরণ কৌশল একত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় একটি উদ্ভাবনী ও তথ্যনির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করতে সক্ষম হবে, যা পরবর্তীতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে তা রোল-আউট করা যেতে পারে।



# 118th Senior Staff Course

## Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership



*“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”*



**BPATC**



**কৃষি মন্ত্রণালয়**